أبواب الأجور – بنغالي

নেকীর দরজাসমূহ

جاليات

142 شعبة توعية الجاليات في الزلفي

ت: ٠٦ ٤٢٢٥٦٥٧ – فاكس: ٠٦ ٤٢٢٤٢٣٤ – ص. ب: ١٨٢

أبواب الأجور
أعده وترجمه للغة البنغالية
شعبة توعية الجاليات بالزلفي
الطبعة الأولى: ١٤٢٦/٥ هـ.

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

أبواب الأجور باللغة البنغالية- الزلفي ١٤٢٦هـ

ص؛ سم ١٢ X ١٧

ردمك: ٤-٧٧-٨٦٤-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-الوعظ والإرشاد ٢- فضائل القرآن أ العنوان

ديوي ٢١٣ ١٤٢٦/١٤٨٥

رقم الإيداع: ١٤٢٦/١٤٨٥

ردمك: ٤-٧٧-٨٦٤-٩٩٦٠

الصف والإخراج: شعبة توعية الجاليات بالزلفي

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৫	কুরআনের ফযীলত
৫	কুরআন মুখস্থ করা
৫	কুরআন পাঠ করা
৬	কুরআন শেখা ও অপরকে শেখানো
৬	সূরা ইখলাসের ফযীলত
৬	সূরা নাস ও ফালাক্বের ফযীলত
৭	সূরা বাক্বারা ও আল-ইমরানের ফযীলত
৮	আয়াতুল কুরসীর ফযীলত
৯	সূরা কাহফের প্রাথমিক আয়াতগুলো মুখস্থ করলে
৯	আল্লাহর যিক্‌রের ফযীলত
১০	তাসবীহ পাঠ করলে
১৩	সাইয়েদুল ইস্তিগফার
১৪	রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে তার দুআ'
১৬	যিক্‌রের মজলিসের ফযীলত
১৬	নবীর উপর দরূদ পাঠ করলে
১৭	সুন্দরভাবে অযূ করলে
১৮	অযূর পরের দুআ'টি পাঠ করলে
১৯	আযানের ফযীলত
১৯	মসজিদ তৈরী করার ফযীলত
২০	ইমামের সাথে আমীন বললে
২০	অগ্রিম নামাযের জন্য গেলে
২১	মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণা করলে
২২	সুন্নত নামায আদায় করলে
২৩	ইশা ও ফজরের নামায জামাআতে আদায় করলে
২৩	জুমআয় এসে নিশ্চুপে খুৎবা শুনলে
২৪	জুমআর জন্য সকাল সকাল এলে

পৃষ্ঠা	বিষয়
২৪	জানাযার নামাযে ও দাফনে শরীক হলে
২৫	ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রমযানের রোযা রাখলে
২৫	রমযানে কিয়াম করলে
২৬	শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখলে
২৬	আরাফার দিনে রোযা রাখলে
২৭	মুহাররাম মাসের রোযা রাখলে
২৭	হজ্জ ও উমরার ফযীলত
২৮	জিলহজ্জের প্রথম দশকে নেক আমলের ফযীলত
২৮	জ্ঞানার্জন করলে
২৯	আল্লাহর দিকে আহ্বান করলে
২৯	ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করলে
৩০	আল্লাহর নিমিত্তে ভালবাসলে
৩০	সততা অবলম্বন করলে
৩১	সুন্দর চরিত্রের মালিক হলে
৩২	রোগীকে দেখতে গেলে
৩৩	কারো কষ্ট দূর করলে
৩৪	এতীমের দেখাশোনা করলে
৩৪	বিধবা ও মিসকীনদের সাহায্য করলে
৩৫	আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়লে
৩৬	নেকীর আশায় পরিবারের উপর ব্যয় করলে
৩৭	সাদক্বা জারীয়ার ফযীলত
৩৭	রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দিলে
৩৮	সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধরলে
৩৮	সাত শ্রেনীর লোক আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় পাবে
৩৯	আল্লাহর নিমিত্তে কারো যিয়ারত করলে
৪১	কোন নেক আমল অব্যাহতভাবে করলে
৪১	ইসলামে কোন ভাল সুন্নতের প্রচলন সৃষ্টি করলে

أبواب الأجور

নেকীর দরজাসমূহ

কুরআনের ফযীলত

১। কুরআন মুখস্থ করাঃ

আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

« مَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَمَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيْدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ ». [متفق عليه: ٤٩٣٧ ، ١٨٦٢]

অর্থাৎ, "যে কুরআন পড়ে তার যদি কুরআন মুখস্থ থাকে, তাহলে সে (কিয়ামতের দিন) অনুগত সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে কুরআন পড়ে, কুরআন পড়া তার উপর কঠিন হওয়া সত্ত্বেও সে যদি তার রক্ষণাবেক্ষণ করে (পড়ার যত্ন নেয়), তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ নেকী"। (বুখারী ৪৯৩৭-মুসলিম ১৮৬২)

২। কুরআন পাঠ করাঃ

আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন,

« اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ ... الحديث ». [رواه مسلم: ١٨٧٤]

অর্থাৎ, "কুরআন পড়। কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আগমন করবে।" (মুসলিম ১৮৭৪)

৩। কুরআন শেখা ও অপরকে শেখানোঃ

উসমান (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

« خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ». [رواه البخاري: ٥٠٢٧].

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকেও শেখায়।" (বুখারী ৫০২৭)

৪। সূরা ইখলাসঃ

আবূদ্দারদা (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

« أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ ». قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ». [رواه مسلم: ١٨٨٦].

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়তে পারবে না? সাহাবাগণ বললেন, এক তৃতীয়াংশ কিভাবে পড়বে? তিনি বললেন, 'কুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ' হলো কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।" (মুসলিম ১৮৮৬)

৫। সূরা নাস ও ফালাক্বঃ

উক্ববা ইবনে আ'মের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

« أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنزِلَتِ اللَّيْلَةَ ؟ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ». [رواه مسلم: ١٨٩١].

অর্থাৎ, "আজ রাতে যে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছে তা দেখনি? এর সমতুল্য আয়াত দেখাই যায় নি। তা হলো, 'কুল আউযু

বিরাব্বিল ফালাক্ব' এবং 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস'।" (মুসলিম ১৮৯১)

৬। সূরা বাক্বারাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ». [رواه مسلم : ١٨٢٤].

অর্থাৎ, "তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করো না। অবশ্যই শয়তান সেই ঘর থেকে বিতাড়িত হয়, যেখানে সূরা 'বাক্বারা'র তেলাওয়াত হয়।" (মুসলিম ১৮২৪)

৭। সূরা 'বাক্বারা' ও 'আল-ইমরান'ঃ

আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

«اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ ، اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ : الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا ، اقْرَؤُوا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ ، وَلاَ يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ». [رواه مسلم : ١٨٧٤]

অর্থাৎ, "তোমরা কুরআন পাঠ করো। কারণ, তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আগমন করবে। আর তোমরা জ্যোতির্ময় দু'টি সূরা 'বাক্বারা' ও 'আল-ইমরান'এর তেলাওয়াত করো।কারণ, এই সূরা দু'টি কিয়ামতের দিন মেঘের মত ছায়া হয়ে

অথবা দু'দল পাখির ন্যায় কাতারবদ্ধ হয়ে আগমন করবে এবং তাদের পাঠকদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে। তোমরা সূরা 'বাক্বারা'র তেলাওয়াত করো। কারণ, তার তেলাওয়াতে রয়েছে বরকত। আর তেলাওয়াত না করাতে রয়েছে অনুতাপ। যাদুকর এর মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়।" (মুসলিম ১৮৭৪)

৮। আয়াতুল কুরসীঃ

উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আবূ মুনযিরকে লক্ষ্য করে বললেন,

« ... يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِيْ أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ » قُلْتُ: ﴿اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ فَضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ: « وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ ». [رواه مسلم: ١٨٨٥].

অর্থাৎ, "হে আবূ মুনযির! আল্লাহর কিতাবের তোমার জানা আয়াতের মধ্যে (মর্যাদার দিক দিয়ে) কোন আয়াতটি অতীব মহান?" আমি বললাম, তা হলো, 'আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়উল কায়উম'। তখন তিনি আমার বুক চাপড়িয়ে বললেন, "জ্ঞান তোমার জন্য মুবারক হোক হে আবূল মুনযির!"। (মুসলিম ১৮৮৫)

৯। সূরা 'বাক্বারা'র শেষের আয়াতঃ

আবূ মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». [رواه البخاري: ٥٠٠٩].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি রাতে সূরা 'বাক্বারা'র শেষের আয়াত দু'টি তেলাওয়াত করবে, তার জন্য এ আয়াত দু'টি যথেষ্ট হবে।" (বুখারী ৫০০৯) 'যথেষ্ট হবে' এ কথার ব্যাখ্যায় ইমাম নওবী (রাহঃ) বলেন,

রাতে কিয়াম করা থেকে যথেষ্ট হবে। কেউ বলেছেন, শয়তান থেকে হেফাযতের জন্য যথেষ্ট হবে। কেউ বলেছেন, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। উল্লিখিত সব অর্থই হতে পারে।

১০। সূরা 'কাহফ'এর প্রাথমিক আয়াতগুলো মুখস্থ করাঃ

আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّال)). [رواه مسلم: ١٨٨٣] وفي رواية أخرى لمسلم: ((مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ ... الحديث)).

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সূরা 'কাহফ'এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জাল থেকে বেঁচে যাবে।" (মুসলিম ১৮৮৩) অপর এক বর্ণনায় এসেছে, "যে সূরা 'কাহফ'এর শেষের দশটি আয়াত মুখস্থ করবে---।"

মহান আল্লাহর যিক্‌রের ফযীলত

১১। বেশী বেশী আল্লাহ তা'য়ালার যিক্‌র করাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ)). قَالُوْا : وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ : ((الذَّاكِرُوْنَ اللهَ كثيرًا ، وَالذَّاكِرَاتِ)). [رواه مسلم: ٦٨٠٨]

অর্থাৎ, "মুফাররেদুন'রা আগে বেড়ে গেছে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'মুফাররেদুন' কারা? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, "তারা হলো, আল্লাহর খুব বেশী

বেশী যিক্‌রকারী পুরুষ ও যিক্‌রকারিণী নারী গণ।" (মুসলিম ৬৮ ০৮)

১২। আবূ মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

« مَثَلُ الذي يذكر ربه ، والذي لا يذكر ربه ، مَثَلُ الحي والميت ». [متفق عليه: ٦٤٠٧ ، ١٨٢٣]. و لفظ مسلم : « مَثَلُ البيت الذي يُذكر الله فيه ، والبيت الذي لا يُذكر الله فيه ، مَثَلُ الحي والميت ».

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের যিক্‌র করে, আর যে করে না, এদের উভয়ের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়।" (বুখারী ৬৪০৭, মুসলিম ১৮২৩) আর মুসলিম শরীফের শব্দ হলো, "যে ঘরে আল্লাহর যিক্‌র হয়, আর যে ঘরে আল্লাহর যিকর হয় না, এই উভয় ঘরের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"

১৩। তাসবীহ পাঠ করাঃ

সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর নিকট উপস্থিত থাকাকালীন তিনি বললেন,

«أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ ». فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ : « يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيْئَةٍ ». [رواه مسلم: ٦٨٥٢]

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকী অর্জন করতে পারে না? (এ কথা শুনে) উপস্থিত সাহাবাদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো, আমাদের কেউ এক হাজার নেকী কিভাবে অর্জন করবে? তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি একশত বার 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করবে, তার জন্য এক হাজার নেকী লিখে দেওয়া হবে অথবা এক হাজার গোনাহ মোচন করা হবে।" (মুসলিম ৬৮৫২)

১৪। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

« مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِيْ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ». [متفق عليه: ٦٤٠٥ ، ٦٨٤٢]

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার বলবে, 'সুবহা-নাল্লাহি অ বিহামদিহি' তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা হয় সমুদ্রের ফেনার সমান।" (বুখারী ৬৪০৫-মুসলিম ৬৮৪২)

১৫। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِيْ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، مِئَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلاَّ رَجُلٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ » [رواه مسلم: ٦٨٤٣]

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় একশত বার বলবে, 'সুবহা-নাল্লাহি অ বিহামদিহি' কিয়ামতের দিন কেউ তার চাইতে উত্তম আমল আনতে পারবে না কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার মত বলে থাকবে অথবা তার চাইতে বেশী আমল করে থাকবে।" (মুসলিম ৬৮৪৩)

১৬। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকেই বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

١٦- «كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيْلَتَانِ فِيْ الْمِيْزَانِ ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ » [متفق عليه: ٦٤٠٦ ، ٦٨٤٦ ، واللفظ لمسلم]

অর্থাৎ, "এমন দু'টি বাক্য রয়েছে যা জবানের জন্য হালকা (অর্থাৎ

(সহজে উচ্চারণ করা যায়)। আর (নেকীর) পাল্লায় হবে ভারী এবং আল্লাহর নিকট হবে প্রিয়। তা হলো, 'সুবাহা-নাল্লাহি অ বিহামদিহি সুবহা-নাল্লাহিল আযীম'।"

১৭। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«لَأَنْ أَقُوْلَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». [رواه مسلم: ٦٨٤٧].

অর্থাৎ, "আমার কাছে 'সুবহানাল্লা-হ অলহামদুলিল্লা-হ অ লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ অল্লাহু আকবার' বলা পৃথিবীর সবকিছুর থেকেও বেশী প্রিয়।" (মুসলিম ৬৮৪৭)

১৮। আবূ হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

«مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثلاثًا وَثَلاَثِيْنَ، وحَمِدَ اللهَ ثلاثًا وَثَلاَثِيْنَ ، وَ كَبَّرَ اللهَ ثلاثًا وَثَلاَثِيْنَ ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». [رواه مسلم: ١٣٥٢]

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লা-হ' তেত্রিশ বার 'আল হামদুলিল্লা-হ' তেত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এবং একশত বার পূর্ণ করার জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আ'লা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর' পড়ে, তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।" (মুসলিম ১৩৫২)

১৯। 'লা-হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ' আবূ মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাকে বললেন,

«أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ ؟ ». قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: « لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ». [متفق عليه: ٦٤٠٩، ٦٨٦٨].

অর্থাৎ, "আমি তোমাকে এমন একটি বাক্যের কথা বলে দেবো না যা হলো জান্নাতের গুপ্ত ধন? আমি বললাম, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তা হলো, 'লা-হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'।" (বুখারী ৬৪০৯-মুসলিম ৬৮৬৮)

২০। সাইয়েদুল ইস্তিগফারঃ

শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

« سيد الاستغفار أن يقول : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ». قَالَ: « وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ ، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ». [رواه البخاري: ٦٣٠٦]

অর্থাৎ, "সাইয়েদুল ইস্তিগফার হলো এই বলা, 'আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাক্তানী অ আনা আ'বদুকা অ আনা আ'লা আহদিকা অ ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু আউযু বিকা মিন শাররি মা সানা'তু আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা অ আবুউ বিযামবী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা য়্যাগফিরুয যুনুবা ইল্লা আন্ত' (অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত

কোন সত্যিকার উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যানুসারে তোমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর কায়েম রয়েছি। আমার কৃতকর্মের অপকারিতা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদ-সমূহ রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার পাপসমূহকেও স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমার গোনাহসমূহ মাফ করতে পারবে না' যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে দিনে এই দুআটি পাঠ করে এবং ঐ দিনই সন্ধ্যার পূর্বে সে যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে রাতে এই দুআটি পাঠ করে এবং ঐ রাতেই প্রভাত হওয়ার পূর্বে সে যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (বুখারী ৬৩০৬)

২১। রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে তার দুআঃ

উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

((مَنْ تَعارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الْحَمْدُ لله ، وَسُبْحَانَ الله ، وَاللهُ أَكْبَـرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، أَوْ دَعَا ، اسْتُجِيْبَ لَهُ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ)) [رواه البخاري: ١١٥٤].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হলে বলে, আল্লাহ ছাড়া সত্যি-কার কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা। তিনি পূত-পবিত্র ও মহান। তাঁর সাহায্য

ব্যতীত কারো ভাল কাজ করার ও মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি নেই। তারপর সে যদি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, অথবা অন্য কোন দুআ' করে, তাহলে তার দোআ' কবুল করা হয়। এরপর সে অযু ক'রে নামায পড়লে, তার নামায গৃহীত হয়।" (বুখারী ১১৫৪)

২২। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' পাঠ করাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، | فِي يوم | مِئَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةَ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةَ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ »

[متفق عليه : ٦٤٠٣ ، ٦٨٤٢].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার বলবে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আ'লা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর' সে দশটি ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান নেকী লাভ করবে। তার জন্য লিখে দেওয়া হবে একশোটি নেকী এবং তার থেকে দশটি গোনাহ মুছে ফেলা হবে। আর সে দিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত শয়তান থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তার চাইতে উত্তম আমল কেউ আনতে পারবে না কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার চাইতে বেশী আমল করেছে।" (বুখারী ৬৪০৩-মুসলিম ৬৮৪৩)

২৩। আবূ আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، عَشْرَ مِرَارٍ ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ ». [رواه مسلم: ٦٨٤٥].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি দশবার পড়ে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আ'লা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর' সে যেন ইসমাইলের বংশের চারটি সন্তানকে গোলামী থেকে মুক্তি দান করলো।" (মুসলিম ৬৮৪৫)

২৪। যিক্‌রের মজলিসের ফযীলতঃ

আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রাযীআল্লাহু আনহুমা) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

«لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ ». [رواه مسلم: ٦٨٥٥]

অর্থাৎ, "যে দল আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে তাদেরকে ফেরেশ-তারা ঘিরে রাখেন। রহমত তাদেরকে ঢেকে রাখে। তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ তাঁর কাছে যারা থাকেন তাঁদের সাথে এ স্মরণকারীদের কথা আলোচনা করেন।" (মুসলিম ৬৮৫৫)

২৫। নবীর উপর দরূদ পাঠ করাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ». [رواه مسلم: ٩١٢]

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন।" (মুসলিম ৯১২)

২৬। পানাহারের পর আল্লাহর প্রশংসা করাঃ

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ». [رواه مسلم: ٦٩٣٢]

অর্থাৎ, "আল্লাহ অবশ্যই তাঁর সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, যে কোন কিছু খেয়ে তাঁর প্রশংসা করে অথবা কোন কিছু পান করে তাঁর প্রশংসা করে।" (মুসলিম ৬৯৩২)

অযূ ও নামাযের ফযীলত

২৭। সুন্দরভাবে অযূ করাঃ

উষমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّىَ تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ».

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সুন্দর করে খুব ভালভাবে অযূ করে, তার শরীর থেকে সমস্ত গোনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নীচ থেকেও বের হয়ে যায়।" (মুসলিম ৫৭৮)

২৮। উষমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى ، فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوْبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ». [رواه مسلم: ٥٤٧].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ মত পরিপূর্ণ অযূ করে, সমূহ ফরয নামায তার গোনাহ মোচনকারী সাব্যস্ত হয়।"

২৯। অযূর পরের দুআটি পাঠ করাঃ

উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»

[رواه مسلم: ٥٥٣].

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ পরিপূর্ণভাবে অযূ করার পর বলে, 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অ রাসূলুহু' তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সেগুলোর যেটির মধ্য দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"

৩০।মুআযযিনের সাথে সাথে আযানের শব্দগুলি বলা এবং আযান শেষে নবীর উপর দরূদ পাঠ করাঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন,

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ... الحديث)) [رواه مسلم: ٨٤٩]

অর্থাৎ, "যখন তোমরা মুআযযিনের আযান শুনবে, তখন তোমরাও তার সাথে অনুরূপ বলবে। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, তার উপর আল্লাহ দশটি রহমত বর্ষণ করেন।" (মুসলিম ৮৪৯)

৩১। আযান শেষে দুআঃ

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন

((مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري ٦١٤

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আযান শেষে বলে, 'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহি দ্দা'ওয়াতিত্তাম্মাতি অসসালাতিল ক্বায়েমাতি আতে মুহাম্মানিল অসীলাতা অলফাযীলাতা অবআ'যহু মাক্বামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়াত্তাহু' (অর্থঃ) হে আল্লাহ! এই পূর্ণ আহবান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে সম্মান ও উচ্চতম মর্যাদা দান করো। তাঁকে মাক্বামি মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো) তার জন্য কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ জরুরী হয়ে যায়।" বুখারী ৬১৪)

৩২। আযানের ফযীলতঃ

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন।

« لا يسمع مدى صوت المؤذن جنٌ ولا إنسٌ ، ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة »

[رواه البخاري: ٦٠٩]

অর্থাৎ, "মুআযযিনের আযানের শব্দ মানুষ ও জ্বিন সহ যে সব বস্তুই শোনে, তারা সবাই কিয়ামতের দিন তার হয়ে সাক্ষি দেবে।" (বুখারী ৬০৯)

৩৩। মসজিদ তৈরী করাঃ

উষমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন, তখন

লোকেরা তাঁর সমালোচনা করে। তিনি তাদের জবাবে বললেন,

«إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُوْلُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا - قَالَ بُكير: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ - بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ». [متفق عليه: ٤٥٠، ٥٣٣].

অর্থাৎ, তোমরা তো অনেক কিছু বললে, কিন্তু আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরী করবেন।" (বুখারী ৪৫০-মুসলিম ৫৩৩)

৩৪। ইমামের সাথে আমীন বলাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوْا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [متفق عليه: ٧٨٠، ٦١٥]

অর্থাৎ, "নামাযে ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বলো। কেননা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (বুখারী ৭৮০-মুসলিম ৬১৫)

৩৫। অগ্রিম নামাযের জন্য যাওয়াঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

«... وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ ... الحديث». [متفق عليه: ٦١٥، ٩٨١]

অর্থাৎ, "আর তারা যদি জানতো প্রতিযোগিতার সাথে নামাযে

অগ্রিম আসার ফযীলত কত বেশী, তাহলে তারা অবশ্যই আগেই নামাযের জন্য আসতো।" (বুখারী ৬১৫-মুসলিম ৯৮১)

৩৬। বাড়িতে অযূ ক'রে মসজিদে যাওয়াঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ ، لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ، كَانَتْ خُطْوَاتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً »

[رواه مسلم: ١٥٢١]

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি বাড়িতে অযূ ক'রে আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত ফরয কাজসমূহের কোন ফরয আদায় করার জন্য তাঁর ঘরসমূহের কোন ঘরের দিকে অগ্রসর হয়, তার এক পদক্ষেপে গোনাহ মাফ হয় এবং অপরটির দ্বারা মর্যাদা-সম্মান উন্নত হয়।" (মুসলিম ১৫২১)

৩৭। মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ » قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ : « إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ » [رواه مسلم: ٥٨٧]

অর্থাৎ, "আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের খবর দেবো না যার দ্বারা আল্লাহ গোনাহ মাফ করেন এবং তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তা হচ্ছে, কষ্টের সময়ে সুন্দরভাবে অযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণ করা এবং এক নামাযের পর অন্য

নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর ইহা হলো জিহাদে প্রতিরক্ষার কাজের ন্যায়।" (মুসলিম ৫৮৭)

৩৮। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)). [متفق عليه: ٦٦٢ ، ١٥٢٤ . وهذا لفظ مسلم

অর্থাৎ, "কোন ব্যক্তি সকাল বা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যাতায়াত করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ততোবারের মেহমানদারীর সামগ্রী তৈরী করে রাখেন।" (বুখারী ৬৬২-মুসলিম ১৫২৪)

৩৯। সুন্নত নামায আদায়ের যত্ন নেওয়াঃ

উম্মে হাবীবাঃ (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন,

((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ الْفَرِيْضَةِ، إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)) [رواه مسلم: ١٦٩٦

অর্থাৎ, "যে মুসলিমই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ফরয নামায গুলো ছাড়াও বার রাকআত সুন্নত নামায আদায় করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন।" (মুসলিম ১৬৯৬)

৪০। রাতে উঠে নামায পড়াঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ফরয নামাযের পর কোন্ নামায সর্বোত্তম? তিনি বললেন,

((أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ : الصَّلاَةُ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ)). [رواه مسلم: ٢٧٥٦].

অর্থাৎ, "ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো, মধ্য রাতের নামায।" (মুসলিম ২৭৫৬)

৪১। ঈশা ও ফজরের নামায জামাআতে আদায় করাঃ

উষমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ)). [رواه مسلم: ١٤٩١]

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত নামায পড়লো। আর যে ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করলো, সে যেন পূর্ণ রাতই নামায পড়লো।" (মুসলিম ১৪৯১)

৪২। সুন্দরভাবে অযূ করে জুমআয় আসা এবং নিশ্চুপে খুৎবা শোনাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লা আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت ، غُفر له ما بينه وبين الجمعة ، و زيادة ثلاثة أيام ...الحديث)). [رواه مسلم: ١٩٨٧]

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযূ করে। অতঃপর জুমআয় এসে নিশ্চুপে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শোনে, তার এক জুমআ থেকে আর এক জুমআর মধ্যবর্তী দিনগুলো সহ অধিক আরো তিন দিনের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (মুসলিম ১৯৮৭)

৪৩। জুমআর জন্য সকাল সকাল আসাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، يَكْتُبُوْنَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ (أي: البكر) كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِيْ بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِيْ بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشاً، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ». [متفق عليه: ٩٢٩، ١٩٦٤]

অর্থাৎ, "জুমআর দিনে মসজিদের দরজায় ফেরেশতারা অবস্থান ক'রে আগে আসার ক্রমানুসারে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকেন। আর যে সবার আগে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি উঁট কোরবানী করে। এরপর যে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি গাভী কোরবানী করে। এরপর আগমনকারী তার মত, যে একটি দুম্বা কোরবানী করে। এরপর যে আসে সে হলো (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) মুরগী জবাইকারীর ন্যায়। এরপর যে আসে সে হলো, একটি ডিম দানকারীর ন্যায়। অতঃপর ইমাম যখন উপস্থিত হয়, তখন তাঁরা (ফেরেশতারা) তাঁদের দফতর গুটিয়ে নিয়ে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শুনতে থাকেন।" (বুখারী ৯২৯-মুসলিম ১৯৬৪)

৪৪। জানাযার নামায পড়া এবং দাফনে শরীক থাকাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ». قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ». [رواه مسلم: ٢١٨٩]

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে নামায পড়া পর্যন্ত থাকে, সে এক ক্বীরাত নেকী পায়। আর যে তাতে শরীক হয়ে কবরস্থ করা পর্যন্ত থাকে, সে দু'ক্বীরাত নেকী পায়।" জিজ্ঞাসা করা হলো, দুই ক্বীরাত কি? বললেন, "দু'টি বড় বড় পাহাড়ের সমান।" (মুসলিম ২ ১৮৯)

রোযার ফযীলত

৪৫। ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রমযানের রোযা রাখাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [متفق عليه: ٣٨، ١٧٨١]

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রমযানের রোযা রাখে, তার পূর্বের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (বুখারী ৩৮-মুসলিম ১৭৮১)

৪৬। ঈমানের সাথে নেকীর আশায় রমযানে কিয়াম করাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [متفق عليه: ٢٠٠٩، ١٧٨١]

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর আশায় রমযানে কিয়াম করে (তারাবীর নামায পড়ে) তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।" (বুখারী ২০০৯-মুসলিম ১৭৮১)

৪৮। শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখাঃ

আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». [رواه مسلم: ٢٧٥٨].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো, তারপর এর পরপরই শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখলো, সে যেন পূর্ণ এক বছরের রোযা রাখলো।" (মুসলিম ২৭৫৮)

৪৮। প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ، لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ». [متفق عليه: ١١٧٨، ١٦٧٢].

অর্থাৎ, আমার বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন। যতদিন জীবিত থাকবো আমি সেগুলো কখনোও ত্যাগ করবো না। সেগুলো হচ্ছে, প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা, চাশ্‌তের নামায পড়া এবং বিতর পড়ে ঘুমানো।" বুখারী ১১৭৮-মুসলিম ১৬৭২)

৪৯। আরাফার দিন রোযা রাখাঃ

আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». [رواه مسلم: ٢٧٤٦].

অর্থাৎ, "আরাফার দিনের রোযা রাখলে আল্লাহর নিকট আশা করি যে তিনি বিগত এক বছরের ও আগামী এক বছরের গোনাহ মাফ করে দেবেন।" (মুসলিম ২৭৪৬)

৫০। মুহাররাম মাসের রোযা রাখাঃ

আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ». [رواه مسلم: ٢٧٤٦]

অর্থাৎ, "মুহাররাম মাসের দশ তারিখের রাখলে আল্লাহর নিকট আশা করি যে তিনি বিগত এক বছরের গোনাহ মাফ করে দেবেন।" (মুসলিম ২৭৪৬)

فضائل متنوعة
বিভিন্ন প্রকারের ফযীলত

৫১। তাওবা করাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ». [رواه مسلم: ٦٨٦١]

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই তাওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।" (মুসলিম ৬৮৬১)

৫২। হজ্জ ও উমরার ফযীলতঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«العُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ».
[متفق عليه: ١٧٧٣ ، ٣٢٨٩].

অর্থাৎ, "একটি উমরা অন্য উমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী দিনগুলির জন্য গোনাহের কাফ্ফারায় পরিণত হয়। আর গৃহীত হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়।" (বুখারী ১৭৭৩-মুসলিম ৩২৮৯)

৫৩। জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে নেক আমল বেশী বেশী করাঃ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

«مَا الْعَمَلُ فِيْ أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِيْ هَذِهِ (يعني أيام العشر)». قَالُوْا: وَلاَ الْجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلاَ الْجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ». [رواه البخاري: ٩٦٩].

অর্থাৎ, "এই (অর্থাৎ, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের) দিনগুলোতে যে আমল করা হয় তার চেয়ে উত্তম আর কোন আমল নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, জিহাদও কি উত্তম নয়? তিনি বললেন, জিহাদও উত্তম নয়। তবে সেই ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র যে নিজের জান ও মাল ধ্বংসের মুখে জেনেও জিহাদের দিকে এগিয়ে যায় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না।" (বুখারী ৯৬৯)

৫৪। জ্ঞানার্জন করাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«... وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ... الحديث». [رواه مسلم: ٦٨٥٣].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (মুসলিম ৬৮৫৩)

৫৫। দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাঃ

মুআবীয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ)).[متفق عليه: ٧١ ، ٢٣٨٩

অর্থাৎ, "আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান দান করেন।" (বুখারী ৭১-মুসলিম ২৩৮৯)

৫৬। আল্লাহর দিকে আহ্বান করাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى ، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا ... الحديث)). [رواه مسلم: ٦٨٠٤].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি হেদায়েতের দিকে আহ্বান করে সে ব্যক্তি (তার আহ্বানের কারণে) যারা এই হেদায়েতের পথ অনুসরণ করে তাদের সমান প্রতিদান পায়। আর এতে হেদায়েতের পথ অবলম্বনকারীদের নেকী থেকে কোন কিছু কম করা হয় না।" (মুসলিম ৬৮০৪)

৫৭। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদানঃ

আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ)) [رواه مسلم: ١٧٧]

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ যখন কোন অন্যায় কাজ হতে দেখবে, তখন সে যেন তা হাত দ্বারা বাধা প্রদান করে। যদি সে এ ক্ষমতা না

রাখে, তবে যেন মুখের (কথার)দ্বারা তা রোধ করার চেষ্টা করে। যদি সে এ ক্ষমতাও না রাখে, তবে যেন অন্তর দিয়ে এ কাজকে ঘৃণা করে। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।" (মুসলিম ১৭৭)

৫৮। বেশী বেশী সালাম প্রচার করাঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন,

«تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». [متفق عليه: ١٢، ٦٢٣٦]

অর্থাৎ, "তোমার খাদ্য দান করা এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে তোমার সালাম করা।" (বুখারী ৬২৩৬-মুসলিম ১৬০)

৫৯। আল্লাহর নিমিত্তে ভালবাসাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي». [رواه مسلم: ٦٥٤٨]

অর্থাৎ, "নিশ্চয় মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, 'কোথায় সেই সব লোকেরা! যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালবাসা স্থাপন করেছিলো। আজ আমি আমার সুশীতল ছায়ায় তাদের আশ্রয় দেবো। আজ আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়াই নেই।" (মুসলিম ৬৫৪৮)

৬০। সত্যবাদিতা অবলম্বন করাঃ

আব্দুল্লাহ) (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا ... الحديث». [متفق عليه: ٦٠٩٤ ، ٦٦٣٩ . وهذا لفظ مسلم].

অর্থাৎ, "তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন করো। কেননা, সত্যবাদিতা নেকীর পথ দেখায়। আর নেকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্য বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর নিকট সত্যবাদী নামে অভিহিত হয়।" (বুখারী ৬০৯৪-মুসলিম ৬৬৩৯, হাদীসের শব্দগুলো মুসলিম শরীফের)

৬১। সুন্দর চরিত্রের মালিক হওয়াঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলতেন,

«إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا». [متفق عليه: ٣٥٥٩ ، ٦٠٣٣].

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যার চরিত্র সব থেকে উন্নত।" (বুখারী ৩৫৫৯-মুসলিম ৬০৩৩)

৬২। সহাস্য হওয়াঃ

আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাকে বললেন,

«لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ». [رواه مسلم: ٦٦٩٠].

অর্থাৎ, "কোন ভাল কাজকে খাটো করে দেখো না, যদিও তা তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার কাজও হয়।" (মুসলিম ৬৬৯০)

৬৩। কোমল স্বভাবের হওয়াঃ

জারীর (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

«مَن يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ». [رواه مسلم: ٦٥٩٨].

অর্থাৎ, "যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে।" (মুসলিম ৬৫৯৮)

৬৪। রোগীকে দেখতে যাওয়াঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

«مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «جَنَاهَا». [رواه مسلم: ٦٥٥٤].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায়, সে জান্নাতের ফলমূলে অবস্থান করতে থাকে।" জিজ্ঞেস করা হলো, জান্নাতের ফলমূলে অবস্থান করা কি? বললেন, "এর ফলমূল সংগ্রহ করা।" (মুসলিম ৬৫৫৪)

৬৫। ধৈর্য ধারণ করাঃ

আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أَذًى، وَلاَ غَمٍّ حَتَّى - الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا - إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». [متفق عليه: ٥٦٤١، ٥٦٤٨].

অর্থাৎ, "মুসলিম বান্দাকে যে কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠা এবং ব্যাকুলতা ও কষ্ট পৌঁছে, এমন কি কাঁটা বিধলেও তার কারণে

আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করে দেন।" (বুখারী ৫৬৪১-মুসলিম ৬৫৬৮)

৬৬। ভাল কাজ পেশ করাঃ

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযীআল্লাহু আনহুমা) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন.

((كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ)). [رواه البخاري ومسلم: ٦٠٢١ ، ٢٣٢٨]

অর্থাৎ, "প্রত্যেক ভাল কাজ সাদকায় পরিণত হয়।" (বুখারী ৬০২১-মুসলিম ২৩২৮)

৬৭। কষ্ট দূর করাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ... الحديث)). [رواه مسلم: ٦٨٥٣]

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দুনিয়ার কষ্টসমূহের মধ্যে থেকে কোন একটি কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ তার থেকে কিয়ামতের দিনের কষ্ট দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন অভাবীর অভাবের কষ্ট লাঘব করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার কষ্ট লাঘব করে দেবেন।" (মুসলিম ৬৮৫৩)

৬৮। আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ)). [رواه مسلم: ٧٥١٢]

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি চায় যে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের কষ্ট থেকে মুক্তি দান করুন, সে যেন কোন অভাবীর কষ্ট দূর করে দেয় অথবা তাকে যেন মাফ করে দেয়।" (মুসলিম ৭৫১২)

৬৯।এতীমের দেখাশুনা করাঃ

সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

«أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ». وَ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.
[رواه البخاري: ٦٠٠٥].

অর্থাৎ, "আমি ও এতীমের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এতদূর বাবধানে থাকবো। তারপর তিনি নিজের তর্জনি ও মধ্যমা আঙ্গুলী দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখালেন।" (বুখারী ৬০০৫)

৭০। বিধবা ও মিসকীনদের (সাহায্যের) জন্য চেষ্টা করাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ ». [متفق عليه: ٥٣٥٣ ، ٧٤٦٨]

অর্থাৎ, "বিধবা ও মিসকীনদের (সাহায্যের) জনা চেষ্টা-সাধনাকারী আল্লাহর পথের মুজাহিদ অথবা রাতে উঠে ইবাদতকারী ও দিনের রোযাদারের সমতুল্য।" (বুখারী ৫৩৫৩-মুসলিম ৭৪৬৮)

৭১। মুসলিমদের জন্য দুআ করাঃ

আবূদ্দারদা (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলতেন,

«دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ ـ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ـ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ

مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ ». [رواه مسلم: ٦٩٢٩].

অর্থাৎ, "মুসলিম ব্যক্তির তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দুআ গৃহীত হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফেরেশতা থাকেন, যখনই (মুসলিম ব্যক্তি) তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দুআ করে, তখনই দায়িত্বশীল ফেরেশতা বলেন, আমীন, তোমার জন্যেও অনুরূপ।" (মুসলিম ৬৯২৯)

৭২। আত্মীয়তার সম্পর্ক জোড়াঃ

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

«مَنْ سَرَّهُ أَن يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ». [رواه مسلم: ٦٥٢٣].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি চায় যে তার রুযীতে প্রসারতা আসুক অথবা তার বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক জোড়ে।" (মুসলিম ৬৫২৩)

৭৩। সাদক্বা করাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلاَّ الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ». [متفق عليه: ٧٤٣٠، ٢٣٤٢].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরের মূল্য পরিমাণ দান করে,-আল্লাহর নিকট তো হালাল বস্তু ব্যতীত

অন্য কিছু পৌঁছে না- তবে আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা তার দানকারীর জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার অশ্বশাবককে লালন-পালন করতে থাকে। অবশেষে একদিন তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।" (বুখারী ৭৪৩০-মুসলিম ২৩৪২)

৭৪। পরিবারের উপর ব্যয় করণে নেকীর আশা রাখাঃ

আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

«إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً». [متفق عليه: ٥٣٥١، ٢٣٢٢]

অর্থাৎ, "যখন মুসলিম তার পরিবারের উপর কোন কিছু ব্যয় করে এবং তাতে সে নেকীর আশা রাখে, তখন তা তার জন্য সাদকায় পরিণত হয়।" (বুখারী ৫৩৫১-মুসলিম ২৩২২)

৭৫। মেয়েদের লালন-পালন করাঃ

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ». وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. [رواه مسلم: ٦٦٩٥]

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত দু'জন মেয়ের উপর ব্যয় ক'রে তাদের লালন-পালন করে, আমি এবং সে কিয়ামতের দিন এই (আঙ্গুলগুলো যেমন একে অপরের সাথে মিলে আছে) ভাবে মিলে উপস্থিত হবো।" তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন। (মুসলিম ৬৬৯৫)

৭৬। সাদক্বা জারীয়াঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ». [رواه مسلم: ٤٢٢٣].

অর্থাৎ, "মানুষ যখন মারা যায়, তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের নেকী জারী থাকে। সাদক্বায়ে জারীয়া, ফলপ্রসূ ইলম এবং সুসন্তান যে তার জন্য দুআ করে।" (মুসলিম ৪২২৩)

৭৭। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়াঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ، فَأَخَذَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». [متفق عليه: ٦٥٢، ٤٩٤٠].

অর্থাৎ, "এক ব্যক্তি পথ চলার সময় পথে একটি কাঁটার ডাল দেখতে পেলে তা রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলো। ফলে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।" (বুখারী ৬৫২-৪৯৪০)

৭৮। সুস্থতা ও অবসরের মূল্য দেওয়াঃ

ইবনে আব্বাস (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

«نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ». [رواه البخاري: ٦٤١٢].

অর্থাৎ, "দু'টি নিয়ামতের ব্যাপারে অনেক মানুষই প্রতারিত। তা হলো, সুস্থতা ও অবসর।" (বুখারী ৬৪১২)

৭৯। সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধরলে নেকী পাওয়া যায়ঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন,

((مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِيْ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ)). [رواه البخاري: ٦٤٢٤]

অর্থাৎ, "আমার সেই মু'মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত আর কোন প্রতিদান নেই, যার দুনিয়াবাসীদের মধ্য থেকে প্রিয় বস্তু আমি কেড়ে নিই এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে।" (বুখারী ৬৪২৪)

৮০। সাত শ্রেনীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেনঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ - تَعَالَى - فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)). [متفق عليه: ١٤٢٣ ، ٢٣٨٠].

অর্থাৎ, "সাত শ্রেণীর লোককে সেদিন আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। ন্যায়-পরায়ন শাসক, যে যুবক যৌবনকাল অতিবাহিত করেছে আল্লাহর ইবাদতে, যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের দিকে ঝুলে থাকে, যে দু'জন আল্লাহর নিমিত্তে বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রে একত্রিত হয় আবার আল্লাহরই জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়, যাকে কোন রূপসী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা (ব্যভিচারের

জন্য) আহ্বান করলে, সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, যে ব্যক্তি অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে দান করে এমন কি তার বাম হাতও জানতে পারে না ডান হাত কি দান করে এবং এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে ও তার দু'চোখ অশ্রু ঝরাতে থাকে।" (বুখারী ১৪২৩-মুসলিম ২৩৮০)

৮১। আল্লাহর নিমিত্তে কারো যিয়ারত করাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

«أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِيْ قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا (أي: أَقْعَدَهُ عَلَى الطَّرِيْقِ يَرْقُبُهُ) فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أُرِيْدُ أَخاً لِيْ فِيْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِن نِّعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لاَ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ». [رواه مسلم: ٦٥٤٩]

অর্থাৎ, "এক ব্যক্তি তার ভাইকে দেখার জন্য অন্য এক গ্রামে গেলো। আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য রাস্তায় একজন ফেরেশতা মোতায়েন করলেন। সে ব্যক্তি যখন ফেরেশতার কাছে পৌঁছলো, তখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বললো, আমি এই গ্রামে আমার এক ভাইকে দেখার জন্য যাচ্ছি। ফেরেশতা বললেন, তার উপর তোমার কি কোন অনুগ্রহ আছে, যার প্রতিদান তার কাছ থেকে আশা করো? সে বললো, না। আমি শুধু আল্লাহর জন্য তাকে ভালবাসি। ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে এ পয়গাম নিয়ে এসেছি যে, আল্লাহ তোমাকেও ভালবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তাঁরই জন্য ভালবাসো।" (মুসলিম ৬৫৪৯)

৮২। স্বল্প শির্ক থেকেও দূরে থাকাঃ

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

((مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ)). [رواه مسلم: ٢٧٠].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, সে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে নি, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে এই অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, সে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করেছিলো, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

৮৩। টিকটিকি হত্যা করাঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذَلِكَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذَلِكَ)). [رواه مسلم ٨٥٤٧].

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই টিকটিকি মারতে সক্ষম হবে, তার নেকীর খাতায় একশত নেকী লিখে দেওয়া হবে। আর দ্বিতীয় আঘাতে মারলে, প্রথম থেকে কম নেকী পাবে এবং তৃতীয় আঘাতে মারলে, তার চেয়েও কম পাবে।" (মুসলিম ৮৫৪৭)

৮৪। অব্যাহতভাবে কোন নেক আমল করতে থাকা, যদিও তা স্বল্প হয়ঃ

আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমলের মধ্যে কোন্ আমলটি আল্লাহর নিকট অতীব প্রিয়? তিনি বললেন,

((أدومُها وإن قلَّ)). [متفق عليه: ٦٤٦٥ ، ١٨٢٨

অর্থাৎ, "এমন আমল যা অব্যাহতভাবে করা হয়, যদিও তা স্বল্প হয়।" (বুখারী ৬৪৬৫-মুসলিম ১৮২৮)

৮৫। ইসলামে (সাব্যস্ত সুন্নতের) কোন ভাল সুন্নতের প্রচলন সৃষ্টি করাঃ

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ)). [رواه مسلم: ٢٣٥١].

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল সুন্নতের প্রচলন সৃষ্টি করবে, সে তার বিনিময় পাবে এবং তারপরে যারা সেই সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে তাদের বিনিময়ও সে পাবে। কিন্তু এতে তাদের বিনিময় থেকে কিছুমাত্র কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ সুন্নত চালু করবে, তার উপর এর (মন্দ সুন্নতের পাপের) বোঝা চাপবে এবং তারপরে যারা সে সুন্নতকে পালন করবে তাদের বোঝাও তার উপর চাপবে, তবে তাদের বোঝা থেকে কিছুমাত্র কম করা হবে না।" (মুসলিম ২৩৫১)